পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
২য় সংখ্যা, সফলা একাদশী,
২৪শে ডিসেম্বর, ২০১৬।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ কি?

(দ্বিতীয় পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে 'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

***** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষ্ণভাবনা:** স্তরবিশেষে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী এবং পরমাত্মার অন্বেষণকারী যোগীরাও আংশিকভাবে কৃষ্ণভাবনাময়, কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছেন ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের আংশিক প্রকাশ। তাই, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা না করলেও যোগী এবং জ্ঞানীরাও পরোক্ষভাবে কৃষ্ণভাবনাময়। তবে, **সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী,** কারণ তিনি পূর্ণরূপে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত। তিনিই পরমতত্ত্বকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও ধ্যানমগ্ন যোগী পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে পারেননি। ... এই সমস্ত সাধন ও সতর্কতার পূর্ণ পালন তিনিই করতে পারেন, যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময়; কারণ সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া মানেই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কাছে আত্ম-উৎসর্গ করা। এই ধরনের ত্যাগে পরিগ্রহের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ...কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত যথার্থরূপে জানেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি। তাই, তিনি কোন কিছুই নিজের বলে দাবি করেন না। নিজে ভোগ করার জন্য তিনি কোন কিছুর লালসা করেন না। তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূলে কোনটি গ্রহণ করা উচিত এবং কোনটি পরিত্যাগ করা উচিত। বিষয় ভোগের প্রতি তিনি সর্বদাই উদাসীন, কারণ তিনি সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবদ্ভক্ত ছাড়া আর কারও সঙ্গ করার কোন প্রয়োজন নেই বলে তিনি সর্বদাই একাকী। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তই হচ্ছে পরম যোগী। *(ভ.গী. ৬.১০ তাৎপর্য)*
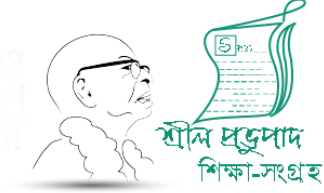
*****কৃষ্ণাভিনিবেশ:** কৃষ্ণভাবনামৃত মানে শ্রীকৃষ্ণের ওপর মনোনিবেশ করা, এবং যখন মন এভাবেই স্থির হয়, তখন পরম পূর্ণের ওপর তা নিবিষ্ট হয়। উদরের যত্ন নিলে এবং পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করলে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টিসাধন হয়, আর তার ফলে আমরা সুস্বাস্থ্য লাভ করি। ঠিক সেভাবেই, গাছের গোঁড়ায় যদি আমরা জল দিই, তাহলে সমস্ত শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব, ফল-ফুলের আপনা হতেই রক্ষণাবেক্ষণ হয়। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সেবা নিবেদিত হলে, আপনা হতেই অন্য সকলের প্রতি আমাদের সর্বোত্তম সেবা সাধিত হতে থাকে। *(শ্রীল প্রভুপাদ, যোগসিদ্ধি, অধ্যায়-পাঁচ: যোগাভ্যাসে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা)*

***** সর্বদা কৃষ্ণের সাথে বাস:** কৃষ্ণভাবনা বলতে বোঝায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় গ্রহলোকে তাঁর সাথে সর্বদাই বাস করা। যেহেতু আমরা কৃষ্ণভাবনাময়, তাই ইতিমধ্যেই আমরা তাঁর সঙ্গে বাস করছি। এই জড় দেহটি পরিত্যাগ করে সেখানে যাবার জন্য আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে। যিনি অনন্য মনে কৃষ্ণস্মরণ করতে থাকেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণকে লাভ করা সহজসাধ্য। তস্যাহংসুলভঃ পার্থ "আমি তাদের কাছে সহজলভ্য।" যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে অতি দুর্লভ বস্তুও সহজলভ্য হয়ে যায়। যেহেতু মানুষ ভক্তিযোগে নিয়োজিত, তাই শ্রীকৃষ্ণ সহজলভ্য হন। যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, "আমি সহজলভ্য," তাহলে কৃষ্ণকে লাভের জন্য আমরা অত কঠোর চেষ্টা করি কেন ? আমাদের শুধুমাত্র প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ করতে হবে। কোনও বাঁধাধরা নিয়মকানুন কিছু নেই। আমরা রাস্তায় কিংবা ভূগর্ভপথে, আমাদের বাড়িতে কিংবা আমাদের অফিসে জপ করতে পারি। তাতে কোনই খরচ নেই কিংবা কোন খাজনাও দিতে হয় না। *(শ্রীল প্রভুপাদ, যোগসিদ্ধি, অধ্যায়-নয়: মৃত্যুর পরে গন্তব্যস্থল)*

***** সর্বদা গোলোক বৃন্দাবনে অবস্থান:** ভারতবর্ষে আমি বৃন্দাবনে বাস করি এবং এখন আমি আমেরিকায় আছি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমি বৃন্দাবনের বাইরে চলে গেছি। আমি যদি সবসময় কৃষ্ণ-চিন্তা করি, তা হলে সব সময়ে আমি বৃন্দাবনেই আছি। যিনি সর্বদা কৃষ্ণ-চেতনায় অধিষ্ঠিত, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব সময়ে দিব্য ধাম গোলোক বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। অর্থাৎ তিনি এই জড় শরীর ত্যাগ করার জন্য শুধু অপেক্ষা করছেন। 'স্মরতিনিত্যদাঃ'-এর অর্থ হল নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ বা চিন্তা করা, এবং যিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন অর্থাৎ তাঁকে স্মরণ করেন, ভগবান তাঁর নিকট 'তস্যাহংসুলভঃ' হন। অর্থাৎ সহজেই সেই ভক্তের নিকট প্রকট বা প্রকাশিত হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই তিনি সুলভ অর্থাৎ ভক্তিযোগের প্রণালী দ্বারাই তাঁকে সহজে লাভ করা যায়, তাহলে কেন আমরা অন্য কোন প্রণালী গ্রহণ করব। আমরা চব্বিশ ঘন্টা কীর্তন করতে পারি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এর জন্য কোন বিধি-নিয়ম উল্লেখ করা নেই। সবাই সব জায়গায় এই মহানাম মন্ত্র কীর্তন করতে পারে। পথে-ঘাটে, বাসস্থানে, কর্মস্থলে সর্বত্র এই নাম কীর্তন করা যায়। এর জন্য কোন করও দিতে হয় না বা কিছু ব্যয়ও করতে হয় না। তাহলে কেন এই মহানাম-মন্ত্রকে আমরা গ্রহণ করব না ? *(জন্ম মৃত্যুর পরপারে ২-মৃত্যুতে পরম গতি)*

***** কৃষ্ণভাবনায় পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত বিধি:** ভগবানের কাছে যাওয়ার দুটি পন্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে ভাগবত মার্গ বা শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শিত মার্গ, এবং অন্যটি হচ্ছে পাঞ্চরাত্রিক বিধি। পাঞ্চরাত্রিক বিধি হচ্ছে মন্দিরে ভগবানের আরাধনা করার বিধি, এবং ভাগবত বিধি হচ্ছে শ্রবণ কীর্তনাদি নবধা ভক্তি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন দুটি বিধিকেই যুগপৎ গ্রহণ করেছে, যাতে অনুশীলনকারী ভক্ত ভগবৎ উপলব্ধির পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হতে পারে। বিদুর কর্তৃক উক্ত এই পাঞ্চরাত্রিক বিধির প্রথম প্রবর্তন করেন দেবর্ষি নারদ। *(শ্রীমদ্ভাগবত-৪/১৩/৩, শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য)*

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা ২.৭-১১ -নিউ ইয়র্ক, ২রা মার্চ, ১৯৬৬

(ক্রমশঃ) ...

প্রভুপাদ: দোষ– দোষ অর্থ হচ্ছে "এটি আমারই ভুল। আমার পক্ষে এই যুদ্ধ করা থেকে বিচ্যুত হওয়া ঠিক হয়নি, কিন্তু আমার আবেগ প্রবণতা আমাকে আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে দিচ্ছে না।" তাই এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা এসেছে, ***কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ*** (ভ.গী. ২.৭) "আমি যে শুধু কৃপণই সেটি নয়, আমি আমার ধর্ম থেকেও বিচ্যুত হচ্ছি।" ধর্ম, এই ধর্ম মানে হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে... ঠিক যেমন ব্রাহ্মণেরা, বুদ্ধিমান শ্রেণী; ক্ষত্রিয়েরা, প্রশাসক শ্রেণী ; বৈশ্যেরা, বণিক শ্রেণী ;এবং শুদ্রেরা। শুদ্র মানে হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। তাই এই চারটি শ্রেণী সর্বদাই রয়েছে। এখন আপনারা হয়ত বিভিন্নভাবে নামকরণ করতে পারেন। এটি কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু চিরকাল ধরে সকল সমাজেই এই বিভাজনগুলি বিদ্যমান রয়েছে।

তাই বৈদিক প্রথা অনুসারে, এই প্রথাগুলি প্রজন্মের দ্বারা অনুসৃত হয়। তো তিনি একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন। এখন, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা, আর তিনি সেটি পালন করছিলেন না, আমি বোঝাতে চাই অনুশাসন। তাই তিনি এ ব্যাপারে সচেতন যে, ***ধর্মসম্মূঢ়চেতা*** - (ভ.গী. ২.৭), "ও আমি আমার ধর্ম থেকেও বিচ্যুত হচ্ছি। এটি হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। না। তাই আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। তাই ***যচ্ছ্রেয়ঃস্যান্নিশ্চিতম্*** – "এখন আপনি কৃপাপূর্বক, অবশ্যই বলুন।" এখন, এখানে একটি পরিস্থিতি রয়েছেঃ "আমি জানি না কি করা উচিত। আপনি কৃপা করে..." ***যচ্ছ্রেয়ঃস্যান্নিশ্চিতম্***। নিশ্চিতম্ অর্থ হচ্ছে অবশ্যই যা সঠিক। ***ব্রুহিতন্মে***। এখন কৃষ্ণ হয়ত বলে পারেন, "ভাল, কিন্তু আমি তো তোমাকে ইতিমধ্যেই বলেছি যে তোমার যুদ্ধ করা উচিত, কিন্তু তুমি আমার আদেশ পালন করছ না।" তাই তখন তিনি বলেন ***শিষ্যস্তেহহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্*** (ভ.গী. ২.৭)। তো তিনি স্বীকার করলেন যে, "ঠিক আছে, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেসব যুক্তি আলোচনা করেছি চলুন সেসব ভুলে যাই। এখন আমি আপনাকে আমার গুরুরূপে গ্রহণ করছি, বন্ধুরূপে নয়।"

এখন, এই গুরু গ্রহণের ধারণাটি, সেটিও হচ্ছে বাধ্যতামূলক। বোঝা গেল ? যখনই তুমি কাউকে গুরুরূপে গ্রহণ করবে ... প্রথমত, আমরা সংরক্ষণ করে রাখছি ... তোমরা সেটি শ্রবণ করেছ যে, গুরু গ্রহণ অবশ্যই যাচাই করে করতে হবে, বোঝা গেল? সতর্কভাবে যাচাই করার পর, ঠিক যেভাবে সতর্ক যাচাইয়ের পরই কেউ তার পতি বা পত্নী গ্রহণ করে। আর ভারতবর্ষে তারা খুবই সতর্ক কারণ সেখানে পিতা-মাতার নির্দেশে বিবাহকার্য হয়। তাই পিতা-মাতা খুবই সতর্কতার সাথে নিরীক্ষণ করেন। তাই, একইভাবে, কাউকে যদি ... গুরু গ্রহণ আবশ্যক। বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, কারো, প্রত্যেকেরই একজন গুরু থাকা উচিত। তোমরা হয়ত ব্রাহ্মণ পৈতা দেখেছ। আমাদের পৈতা আছে। কোহেন মহাশয়, আপনার আছে ... এই ধরনের ... পৈতা। এই পৈতা হচ্ছে একটি প্রতীক যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই ব্যক্তির একজন গুরু রয়েছেন। ঠিক যেমন ... অবশ্য এখানে তেমন কোন পার্থক্য নেই। হিন্দু প্রথা অনুযায়ী বিবাহিত মেয়েদের কিছু প্রতীক রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে, "এই মেয়েটি বিবাহিত।" তারা লাল (সিঁদুর) লেপন করে যাতে করে অন্যরা বোঝতে পারে যে, "এই মেয়েটি বিবাহিত।" আর সে অনুসারে, একে কি বলে ? এই কেশ বিভাজনকে কি বলে ? মাঝখানের দাগটিকে ? তোমরা কি বল ?

যুবক: বিভাজন (Part)।

প্রভুপাদ: এ্যা ?

যুবক: বিভাজন

প্রভুপাদ: এর বানান কিভাবে ?

যুবক: বিভাজন করা (To Part!)।

প্রভুপাদ: বিভাজন করা। এই বিভাজন করাও ... এরও কিছু অর্থ আছে। যখন এই বিভাজন এখানে করা হয়, মধ্যখানে, তখন বোঝা যায় যে, সেই মেয়ের পতি আছে এবং সে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছে। আর যদি এই বিভাজনটি এখানে (একপাশে) করা হয় তখন সে একটি বেশ্যা। বোঝা গেল ? একটি বেশ্যা পারে না ... একজন রাজা ছিলেন যার রাজ্যে নিয়ম ছিল যে একটি বেশ্যা তার এখানে বিভাজন করতে পারবে না (হাস্য)। আবার একটি মেয়ে যখন সুসজ্জিত থাকে, তখন এটি ধরে নেয়া হয় যে তার পতি গৃহে আছে। আর যখন সে সুসজ্জিত থাকে না, তখন বুঝে নিতে হয় যে তার পতি গৃহের বাইরে আছে। বোঝা গেল ? আর একজন বিধবার পোষাক ... এরকম অনেক রয়েছে। অনেক লক্ষণ। তো একইভাবে, এই পবিত্র পৈতাটিও হচ্ছে একটি লক্ষণ যা প্রকাশ করে যে, এই ব্যক্তিটি কাউকে তার গুরুরূপে গ্রহণ করছে। ঠিক যেভাবে এই লাল দাগটি প্রতীকায়িত করে যে, "এই মেয়েটির পতি আছে," একইভাবে এই পবিত্র পৈতাটিও প্রতীকায়িত করে যে, "এই ব্যক্তিটির গুরু রয়েছেন।" এভাবে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। বোঝা গেল ? তাই বৈদিক প্রথা অনুযায়ী জীবনের সমাধান করার জন্য কোন ব্যক্তির একজন গুরু গ্রহণ করা আবশ্যক। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে গুরুদেব তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সেও তার গুরুদেবের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আর তিনি তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন, যাতে করে তার জীবনে সুশৃঙ্খল উন্নতি সাধিত হয়।

এখন, এই নির্দেশনা গ্রহণ করা মানে হচ্ছে, গুরুকেও একজন ত্রুটিহীন ব্যক্তি হতে হবে। অন্যথা তিনি কিভাবে নির্দেশ করবেন ? এখন এখানে অর্জুন জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন ত্রুটিহীন ব্যক্তি। তাই তিনি এখন তাঁকে স্বীকার করছেন, *শিষ্যস্তেহহংশাধিমাংত্বাংপ্রপন্নম্* (ভ.গী. ২.৭)। "আমি আপনার শরণাগত হচ্ছি, আর আপনি আমাকে আপনার শিষ্যরূপে স্বীকার করুন, কারণ বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার কোন সমাধান দিতে পারবে না।" বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়ত বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকবে, কিন্তু কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। এখানে গুরুরূপে গ্রহণ মানে হচ্ছে কৃষ্ণ যা সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, তাকে তা স্বীকার করতে হবে। গুরুআজ্ঞা কেউ অমান্য করতে পারে না। সেজন্য এমন একজন গুরু নির্বাচন করতে হবে, যার আদেশ পালনে তুমি কোন ত্রুটি করবে না। বোঝা গেল ? এখন, মনে কর তুমি যদি একজন ভুল ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ কর আর সে যদি তোমাকে ভুলভাবে নির্দেশনা দেয়, তাহলে তোমার পুরো জীবনটাই বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই এমন একজন গুরু গ্রহণ করতে হবে যাঁর নির্দেশনা জীবনে সার্থক করে তুলবে। এটিই হচ্ছে গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ। এটি কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়। গুরু-শিষ্য উভয়ের জন্যই এটি একটি মহান দায়িত্ব। (...ক্রমশঃ)